দৈনিক সংবাদ

13

তারিখ ... FEB 13 2000 ...
পৃষ্ঠা 8 ... ৬

বাংলা একাডেমি ও বইমেলার প্রতি আবেদন

বাংলা ভাষার মর্যাদার সাথে ফেব্রুয়ারি মাসের সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্বের এবং বিশেষ করে এ বছর যখন '২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রভাষা দিবস'-এর সম্মান পাওয়ার পর প্রথম ফেব্রুয়ারি মাস এসেছে। বাঙালির এ অহংকারের কথা, এর ইতিহাস ও এর প্রচার যেহেতু বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারিদল আওয়ামী লীগের অনুকূলেই যায়- তাই এর যথাযথ মহিমা কীর্তনে সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যম ও অন্যদের কার্পণ্য নেই। কিন্তু তারপরও আঘাত পাই। গত ৮-২-২০০০-এ সংবাদ-এ প্রকাশিত সোহরাব হাসানের 'এরশাদ চরমোনাই হাজারী এরা কি আইনের উর্ধ্বে' উপ-সম্পাদকীয় থেকে জানতে পারি- আওয়ামী লীগেরই সংসদ সদস্য জয়নাল হাজারীর লেখা 'ধাধসের বিচার চাই' বইয়ের কথা। মনে পড়ে, গতবারও তার লেখা 'বিন্দুর বিচার চাই' বইয়ের প্রকাশ ও প্রচারণার নোংরামির বিরুদ্ধে 'সংবাদ'-এ একটি প্রতিবাদ ছাপা হয়েছিল। দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, বর্তমান সরকার এবং বোধহয় বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষও বুঝতে পারছেন না- তাদেরই ছত্রছায়ায় বাংলা ভাষার আন্দোলন, ফেব্রুয়ারির বইমেলার উৎসব কিভাবে কলুষিত, দূষিত হচ্ছে? তারা প্রতিকারের বদলে সাহায্য করেই যাচ্ছেন। বইমেলায় গিয়ে দেখলাম এক তাগড়া জোয়ান ছেলে বইটি হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মনে হল তার বোধহয় আরেকবার 'তরুণীর বস্ত্রহরণ' করবার ইচ্ছা জেগেছে।

যেখানে হাজারীর বইগুলোতে নারীর মর্যাদাহানিকর কথা, কর্মকে সমর্থন দেয়া হচ্ছে সেখানে সরকার, বুদ্ধিজীবী এবং বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ এত নীরব কেন? প্রতিবাদ ও প্রতিরোধহীন কেন? মায়ের ভাষা নিয়ে অনেক বড় বড় কথা তারা বলেন, অথচ নারীর বিরুদ্ধে কুৎসিত কথার প্রচারে কিছুই বলেন না। তাই আমাদের আবেদন, এধরনের লেখা বই যেন বইমেলায় ঠাঁই না পায়।বইমেলার পবিত্র অঙ্গন কলুষিত না হোক।

অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই সোহরাব হাসানকে। বুদ্ধিজীবী ও বাংলা একাডেমির অবক্ষয়ের যুগে তার সময়োপযোগী প্রতিবাদের জন্য। সেই সঙ্গে এত দুঃখ ও লজ্জার মাঝে বাস করার পরও একটু আশাকরি বাংলা একাডেমি সময়মত কোন পদক্ষেপ নিয়ে আজ বাংলা ভাষা যে সম্মান পেয়েছে তার প্রতি যথাযথ কর্তব্য সাধন করবেন।

[সংশ্লিষ্ট বইটি বাংলা একাডেমির কোন স্টলে বিক্রির অনুমতি দেয়া হয়নি] সম্পাদক।

সুমনা, শামিমা, শেফালী
ইস্কাটন গার্ডেন রোড,
ঢাকা-১০০০